PHILOSOPHY STUDY MATERIALS

Semester – III (GE)

Soumen pal

Mobile no. – 7980601891

Scanned By SelfScan

ভারতীয় দর্শন

১। বেদ কী? বেদের বিভিন্ন বিভাগ আলোচনা করো।

⇒ বেদ হল ভারতীয় দর্শনের আকরগ্রন্থ। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায় প্রত্যক্ষ ভাবে, অর্থাৎ ভাষ্যকার ও নিবন্ধকার রূপে বেদের ব্যাখ্যা করেছেন। ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে ধারণা করতে হলে প্রথমে ভারতীয় দর্শনকে বেদ-কে জানতে হবে। বেদ সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকলে ভারতীয় দর্শনকে যথাযথ ভাবে জানা সম্ভব নয়।

□ বেদকে পুঁথিগত প্রাচীন ঐতিহাসিক হিসাবে অভিহিত করা চলে না, বেদ গভীরভাবে প্রাচীন বিশ্বাস, যাদু প্রাচীন ইতিহাস চর্চার অন্যতম নয়। যদি ও বেদ-কেন্দ্রিক একটি বিশেষ গ্রন্থ কোনো একটি বিশেষ সময়ে বা বিশেষ ভাবে রচিত হয়নি, বেদের রচনা কালের বিস্তার কয়েক শতাব্দী।

□□ 'বেদ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে 'বিদ' ধাতু থেকে যার আক্ষরিক অর্থ হল 'জানা'— অর্থাৎ জানার বা পরমজ্ঞান, আমরা যাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যেসব বস্তু, তত্ত্ব, ঘটনা, ক্রিয়া প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাই বা জানতে পারি, তাদের বাইরে যা হল ইন্দ্রিয়াতীত, অতীন্দ্রিয় তাকেই জানা, 'বেদ'- নামক গ্রন্থ থেকেই এই পরম জ্ঞান লাভ করা সম্ভব।

ঐ ব্যক্তিগোষ্ঠী বেদ কোনো নির্দিষ্ট গ্রন্থ বিশেষ নির্দেশ না, ঐতিহ্য ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে প্রবল ভাবে ভারতের স্মৃতিতে সঞ্চারিত হয়ে রয়েছে, এই কারণেই বেদের অপর নাম শ্রুতি।

Scanned By SelfScan

** বেদ - এর বিভিন্ন বিভাগ : → বেদ বা বৈদিক সাহিত্যকে মূলত: চারটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়। যথা —

১। মন্ত্র বা সংহিতা
২। ব্রাহ্মণ
৩। আরণ্যক
৪। উপনিষদ্

১। মন্ত্র বা সংহিতা : → বেদের এই ভাগটি গান, মন্ত্র, স্তব, স্তুতি, আর্শীবচন, প্রার্থনা প্রভৃতির সংকলন। এই পর্যায়ে ভারতবর্ষীয় আর্যগণের জীবনযাত্রা প্রণালী তেমন উন্নত ছিল না। মানুষ ছিল মূলত পশুপালক। তাদের ভৌতিক অনুষ্ঠানে সংগীত, স্তোত্র, মন্ত্র প্রভৃতির মাধ্যমে তারা তাদের কল্পিত দেব-দেবীর কাছে অন্ন, ধন ভামনা করত এবং পুত্র, পরিবার, গৃহপালিত পশুরও নিরাপত্তা ভামনা করত। মন্ত্র সম্ভারকেই বলা হয় সংহিতা।

কাল পর্যায়ে চারটি প্রধান সংহিতা হল —

১। ঋক্‌সংহিতা
২। সামসংহিতা
৩। যজুঃসংহিতা
৪। অথর্বসংহিতা

বৈদিক যাগযজ্ঞতে চারজন পুরোহিতের প্রয়োজন হয় —

১। হোতা ② উদ্গাতা ③ অধ্বর্যু
৪। ব্রহ্মা।

Scanned By SelfScan

১। হোতা → দেবদেবীর গুণকীর্তনের মাধ্যমে তিনি যজ্ঞভূমিতে তাঁদের উপস্থিতি ভাবনা করেন।

২। উদ্গাতা → সুরময় স্তোত্র বা সংগীতের মাধ্যমে তিনি দেব-দেবীর সন্তুষ্টিবিধানের প্রয়াস করেন।

৩। অধ্বর্যু : → যজ্ঞবিধি অনুসারে তিনি দেবতাকে কিছু উৎসর্গ করেন।

৪। ব্রহ্মা : → বেদযজ্ঞ বিষয়টি তিনি বেদজ্ঞ রূপে পরিচালনা করেন।

হোতা ঋক্‌সংহিতার উদ্দেশ্য সাধন করেন।
উদ্গাতা সামসংহিতার উদ্দেশ্য সাধন করেন।
অধ্বর্যু যজুঃসংহিতার উদ্দেশ্য সাধন করেন।
ব্রহ্মা অথর্বসংহিতার উদ্দেশ্য সাধন করেন।

— ০ —

Scanned By SelfScan